আলমডাঙ্গা মরহুম শাফায়েত-উল ইসলাম স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা বাদেমাজু যুব সমাজের আয়োজনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও রণাঙ্গনের অন্যতম সংগঠক মরহুম শাফায়েত-উল- ইসলাম স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে বাদেমাজু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মরহুম শাফায়েত-উল- ইসলাম স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২০-২১“র ফাইনার খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় এরশাদপুর একাদশ ৫-১ গোলে বন্ডবিল একাদশকে হারিয়ে জয়লাভ করে।

পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে মরহুম শাফায়েত-উল- ইসলামের ছেলে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন।
এসময় তিনি বলেন খেলাধুলা যুব সমাজকে মেধাবিকাশে সাহায্য করে। বিভিন্ন অপরাধ মুলক কর্মকান্ড থেকে দুরে রাখে সেজন্য বেশি বেশি খেলাধুলার আয়োজন করা প্রয়োজন। আপনারা এলাকায় বেশি বেশি খেলাধুলার আয়োজন করবেন। আপনাদের এলাকায় খেলাধুলার আয়োজন করতে যেকোন ধরনের সহযোগীতার জন্য আমাকে স্বরণ করবেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, যুগ্ম সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিয়ার রহমান, ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক খন্দকার জিহাদ-ই-জুলফিকার টুটুূল, বণিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন, এসআই কামরুল ইসলাম, পৌর কাউন্সিলর আব্দুল গাফফার, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক রাজাবুল হক মনা, সমাজ সেবক আশরাফুল ইসলাম।

উপজেলা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মহাসিন আলী, আবদার আলী,বদর মেম্বার, নিলুফা মেম্বার, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক ইউনুস আলী, জামাজামী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বাবলু

চৌধুরী, আওয়ামীলীগ নেতা রাহাত আলী, টুটুল, জেকের আলী, সিরাজ, ডাউকি ইউনিয়নের বিশিষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠক ইউনুস আলী মাস্টার, বাদেমাজু যুবসমাজের জয়নাল আবেদীন, মনোয়ার হোসেন খোকন, সোহেল রানা, সেন্টু, জাকির, ইয়াহিয়া, জহুরুল ইসলাম, প্রমুখ।

সভাপতি আবদার আলী, সাধারন সম্পাদক রবিউল ইসলাম

আলমডাঙ্গা হাউসপুর আনন্দধাম জামে মসজিদ কমিটির সকল দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে নতুন কমিটি গঠন করে দিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর। শুক্রবার জুম্মার নামাজের আগে উপস্থিতি মুসল্লিদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত হিসাব নতুন কমিটিকে বুঝিয়ে দিবে পূর্বের কমিটি।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গার হাউসপুর আনন্দধাম জামে মসজিদে ২০১৯ সালে প্রায় একই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের পর থেকে তাদের মধ্যে মতদ্বন্দ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন মসজিদের আয় ও ব্যায়ের হিসাব না দেওয়ায় গত ২৭ আগস্ট শুক্রবার জুম‘আর নামাজের পর হিসাব চাওয়াকে কেন্দ্র করে সভাপতি এবং সেক্রেটারী ও ক্যাশিয়ারের কথা কাটাকাটি সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে সভাপতির ভাই আবদার আলীকে সেক্রেটারী ও ক্যাশিয়ার লোকজন মসজিদের বাইরে গিয়ে হাতহাতি হয়।

এসময় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ উপস্থিত হয়ে পরিস্তিতি শান্ত করে এবং সভাপতির ভাই আবদার আলী, সেক্রেটারী মনোয়ার হোসেন ও ক্যাশিয়ারের পিতা আনসার মন্ডলকে থানায় নিয়ে আসে। পরে সন্ধ্যায় গ্রামের মসজিদের মুসল্লিরা থানায় আসলে আলমডাঙ্গা থানার অপিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর ওই তিনজনকে মুসল্লিদের নিকট দিয়ে দেন এবং তিনি ৩ সেপ্টেম্বর মসজিদে গিয়ে তাদের দ্বন্দ মিটানোর আশ্বাস প্রদান করেন।

কথামতে তিনি ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জুম‘আর নামাজের আগেই মসজিদে উপস্থিত হন। তিনি প্রথমে মুসল্লিদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন তাদের

সমস্যার কথা এবং তারা কি চায়। মুসল্লিদের কথা ও তাদের সকলের মতমতের ভিত্তিতে পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি গঠন করে দেন। সেই সাথে বলেন পূর্বের কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন কমিটিকে সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দিবেন। মুসল্লিরা নতুন কমিটির সভাপতি হিসেবে আবদার আলী, সাধারন সম্পাদক রবিউল ইসলাম, ক্যাশিয়ার জাহিদুল ইসলামকে নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও বাদেমাজু বাদল স্মৃতি একাডেমির প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দিপু, ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, সমাজসেবক আশরাফুল ইসলাম, এসআই কামরুল ইসলাম, এসআই তৌকির, ইমাম ইয়ামিন ইসলাম, সাবেক সভাপতি জামসেদ আলী, সহসভাপতি ইমারত আলী, সেক্রেটারী মনোয়ার হোসেন, ক্যাশিয়ার আব্দুল হান্নানসহ নতুন ও পুরাতন কমিটির সকল সদস্য ও গ্রামের মুসল্লিরা।

সুমন সভাপতি লাল্টু সাধারণ সম্পাদক

আলমডাঙ্গায় বীজ ব্যবসায়ী সমিতির কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে পৌর বীজ পট্রিতে এ কমিটি গঠন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে তরিকুল ইসলাম সুমনকে সভাপতি ও আব্দুল লতিফ লাল্টুকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়।

সহ-সভাপতি হিসাবে শিমুল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক সুমন হক, সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর হোসেন, দপ্তর সম্পাদক বাবুল মিয়া।

কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন,সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, আলাউদ্দিন, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, আলমডাঙ্গা পৌর প্যানেল মেয়র মুজিবুল হক প্রমুখ।

মুজিবনগরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের সমাপনি

“বেশি বেশি মাছচাষ করি বেকারত্ব দূর করি ” এ শ্লোগান কে সামনে রেখে ভিডিও কনফারেন্সীং এর মধ্যে দিয়ে শেষ হলো ৭দিন ব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ।

এ লক্ষে শুক্রবার সকালে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মৎস্য অধিদপ্তরের উচ্চ মহলের কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যেমে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলায় থেকে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম কনফারেন্সে যোগ দেন।

মতবিনিময়কালে অন্যদের মধ্যে মৎস্য সম্প্রাসারন কর্মকর্তা নাজমুস সাকিব,ক্ষেত্র সহকারী আহসান হাবিব উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদে ১৪২৪ তম পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর “পদধ্বনি” অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়ে ১৪২৪তম এই আসরে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলালের সভাপতিত্ব স্বরচিত লেখা পাঠ করেন জুবায়ের হাসান, আশিকুজ্জামান আসাদ, মুরশিদ আলম, আবু আফজাল সালেহ, ইব্রাহিম খলিল, আনছার আলী, সুমন ইকবাল, গোলাম কবির মুকুল, সুনু মোল্লা, আহাদ

আলী মোল্লা, অধ্যক্ষ শাহজাহান আলী বিশ্বাস, মুন্সি আবু সাইফ, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ।

চিরায়ত সাহিত্য থেকে কবিতা আবৃত্তি করেন অ্যাড. বজলুর রহমান এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহয়োগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ। পঠিত লেখার উপর আলোচনা করেন কাজল মাহমুদ, ডা. হেদায়েত উল্লাহ মুকুল, অ্যাড. বজলুর রহমান ও চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের অন্যতম উপদেষ্টা সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কাজল মাহমুদ। এসময় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নাজমুল হেলাল বলেন প্রতি শুক্রবারে বিকালে অনুষ্ঠিত ‘পদধ্বনি’ আসরে লেখিয়ে বন্ধু, সাহিত্যানুরাগীদের অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। লেখিয়ে বন্ধু ও সাহিত্যানুরাগী ছাড়াও যে-কেউ এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন বলে জানিয়েছেন তিনি।চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নাজমুল হেলাল সাহিত্য আসরে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন

বজ্রপাত থেকে বাঁচার জন্য ” টি এইচ এফ” এর তালবীজ রোপণ কর্মসূচী পালন

মেহেরপুরের ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ হতে ঝউবেড়িয়া রোডের দুই পাশে বজ্রাঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে ৪০০ শত তাল বীজ রোপণ করেছে টি এইচ এফ। টি এইচ এফ মূলতো নাট্য সংগঠন হলেও টি এইচ এফ নাটকের পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রম পালন করে থাকে।

শুক্রবার সকাল ৯ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝউবাড়িয়া গ্রামের সড়কের দুই পাশে তালবীজ রোপণ কর্মসূচী উদ্বোধন করেন টি এইচ এফ এর প্রধাণ উপদেষ্টা আনোয়ারুল হাসান । এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুলবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমজাদ

হোসেন “টি এইচ এফ” এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তানজীমুল হাসান , ব্যাবস্থাপনা পরিচালক শামীম হাসান খান,তালবীজ রোপণ কর্মসূচীর আহব্বায়ক মিজানুর রহমান বাবু, আব্দুর রাজ্জাক, নজরুল ইসলাম খোকন, মনিরুল ইসলাম, মিজান খাঁন,খসরু, আসহাবুল হক, তাজুল ইসলাম , আব্দুস সামাদ , নিজাম উদ্দিন , মাহফুজ , লাবিব , ভুবন , আমিন সহ আরো অনেকে।

টি এইচ এফ এর প্রধাণ উপদেষ্টা আনোয়ারুল হাসান , “টি এইচ এফ” এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তানজীমুল হাসান, কুলবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমজাদ হোসেন, ব্যাবস্থাপনা পরিচালক শামীম হাসান খান, তালবীজ রোপণ কর্মসূচী কমিটির আহব্বায়ক মিজানুর রহমান বাবু, আব্দুর রাজ্জাক, আসহাবুল হক সহ আরো অনেকে।

টি এইচ এফ এর প্রধাণ উপদেষ্টা আনোয়ারুল হাসান বলেন, তাল গাছ একটি উপকারী গাছ। তাল গাছের ডালের আঁশ থেকে রকমারি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় এর পাশাপাশি ঘরের খুঁটি ও হাতপাখা তৈরিতে তালগাছের ব্যবহার হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। তাল পাতার পাখা আমাদের ঐতিহ্যের একটি অংশ। তবে ইদানিং তাল গাছের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

এমন উপকারী একটি গাছের বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের কথা মাথায় রেখে, আমরা এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। “টি এইচ এফ” এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তানজীমুল হাসান সকলকে এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তালের বীজ রোপণের এই কর্মসূচীটিকে ব্যাপকভাবে সামাজিকিকরণ করতে হবে। তাল গাছ অনেক উঁচু হওয়ায় বজ্রাঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

এছাড়া মাটির ক্ষয় রোধ, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় তালগাছের জুড়ি নেই। যে এলাকায় বীজ বপন করা হয়েছে সেই এলাকার মানুষকেই একে রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করতে হবে নিজেদের জীবন বাঁচানোর তাগিদেই। সবাইকে বলবো, আপনাদের বাসায় পড়ে থাকা তালের বীজ বাড়ির আঙিনা কিংবা আশেপাশে রোপণ করুন। অথবা সেই বীজ তুলে দিন আমাদের হাতে। বীজ সংগ্রহের জন্য আমাদের সদস্যরা চলে যাবে আপনার বাসায়। আসুন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ও বজ্রাঘাত থেকে বাঁচতে তালের বীজ রোপণ করি।

কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের বেহালদশা! ভোগান্তি চরমে

দক্ষিণবঙ্গের সাথে উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের প্রায় চারশো মিটার গর্ত আর খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও সড়কটির কিছু অংশ দেবে যাওয়ার কারণে কুষ্টিয়ার ত্রিমোহনী থেকে ভেড়ামারা বারোমাইল পর্যন্ত সড়কের প্রায় ৭ কি.মিটার এলাকা জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

রাস্তার দুপাড়ে কয়েক শত বাস-ট্রাককে রাস্তা পারাপারের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। দেবে যাওয়া অংশের দুই প্রান্তের সামান্য এই ৪শ মিটার সড়ক পার হতে প্রায় ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে। দেবে যাওয়া এই সড়কে চলাচল করতে গিয়ে প্রায়ই ছোট-খাট দুর্ঘটনা ঘটছে। অন্যদিকে, দেখা দিয়েছে চরম ভোগান্তি। সড়ক বিভাগ ইট বালু ফেলে জরুরি মেরামত কাজ করলেও এতে তেমন কোন সুফল মিলছে না।

গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কটি যেন এখন মহাদুর্ভোগে পরিণত হয়েছে। কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কটির দেবে যাওয়া এই অংশটি দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে এটি এক সময় মহাসড়ক ছিল। দেখে মনে হবে এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন এক কাঁচা সড়ক। অথচ এই সড়কটিই হচ্ছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে উত্তরাঞ্চলের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম।

জাতীয় সড়কের অংশ গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কটি প্রায় এক বছর ধরেই খানাখন্দে ভরে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যেই আবার গত দিন দশেক আগে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার রানাখড়িয়া জ্যোতি ফিলিং স্টেশনের কাছ থেকে কবরস্থান পর্যন্ত প্রায় ৪ শ মিটার সড়ক দেবে গেছে। পিচ উঠে গিয়ে কাদামাটি বের হয়ে বোঝার কোন উপায় নেই এটি কোন এক সময় মহাসড়ক ছিল। সড়কটি দেবে যাওয়ায় কুষ্টিয়ার ত্রিমোহনী থেকে ভেড়ামারা বারো মাইল পর্যন্ত প্রায় ৭ কি. মিটার সড়কের দুই ধারে প্রায় শত শত বাস-ট্রাকসহ যানবাহনকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা পারাপারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

তালবাড়ীয়া এলাকার বাসিন্দা শান্ত বিশ্বাস জানান, এই সড়কের বেহাল

দশা অনেক দিন ধরেই। গতবছরে এই সড়কে উচুনিচু আবার কখনো ঢিবির মতো ছিলো। যার কারনে প্রায়ই দূর্ঘটনা ঘটতো। আবার এ বছরে গর্তের কারণে একেবারেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তালবাড়ীয়া থেকে মোটরসাইকেল যোগে শহরে যাওয়া শামীম রেজা নামের এক ব্যক্তি বলেন, শহরের পুলিশ শপিং কমপ্লেক্স এ চাকরি করি। প্রতিদিন সকালে গিয়ে আবার রাতে আসা লাগে। এই সড়কের বেহাল দশার কারনে প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। রাস্তায় গর্তের কারণে অনেক সময় দীর্ঘ জানযটের সৃষ্টি হয়। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই আমরা।

ঢাকা থেকে আসা এসবি সুপার ডিলাক্স এর চালক রিপন নবী জানান, বারোমাইল থেকে কুষ্টিয়া শহর পর্যন্ত সড়কে তিন ঘন্টা সময় লেগেছে। এ সড়কের কারনে আমরা গাড়ীর টিপ মিস করছি। স্থানীয় সড়ক বিভাগের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রায় দুই বছর দুই মাস আগে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কটি নির্মাণ করা হয়। সে সময় পণ্য বোঝাই ভারি ভারি যানবাহন চলাচলের মত সক্ষমতার বিষয়টি মাথায় না রেখেই সড়কটি নির্মাণ করায় কয়েক দিন পর থেকেই সড়কের বিভিন্ন স্থানে উচুঁ-নিচু হতে দেখা যায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই খানা-খন্দের সৃষ্টি হয়ে সড়কটি একেবারেই যান চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে।

স্থানীয়রা জানান, যে স্থানে সড়ক দেবে গেছে তার পাশেই রানাখড়িয়া বালুর ঘাট রয়েছে। প্রতিদিন বালু বোঝাই ভেজা শত শত ভারি ট্রাক এখান দিয়ে মহাসড়কে উঠছে। সে সময় ভারি যানবাহন এই মহাসড়ক দিয়ে চলাচল করবে এমন সক্ষমতার কথা বিবেচনা না করেই মহাসড়কটি নির্মাণ করায় এখন জনসাধারণকে এর খেসারত দিতে হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগ জনদুর্ভোগ লাঘবে এই মহাসড়কে ইট বালু ফেলে জরুরি মেরামত কাজ করলেও এর কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

কুষ্টিয়া-সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শাকিরুল ইসলাম জানান, কুষ্টিয়ার ত্রিমোহনী থেকে ভেড়ামারা উপজেলার বারো মাইল পর্যন্ত প্রায় ১২ কি. মিটার সড়কটি পুন:নির্মাণের জন্য সম্প্রতি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই সড়কটির নির্মাণ কাজ শুরু হবে। সড়কটি পুন:নির্মাণ সম্পন্ন হলে জনদুর্ভোগ নিরসন সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গাংনীতে দুই যুবকের আত্নহত্যা

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক গ্রামে দুই যুবকের আত্নহত্যার ঘটনা ঘটেছে। বৃস্পতিবার দিবাগত মধ্যেরাতে নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁস লাগিয়ে লিখন হোসেন (১৮) ও শুক্রবার দুপুরে সাহারবাটি গ্রামের আশিকুর রহমান (১৭) নামের দুই যুবক আত্মহত্যা করেছে।

লিখন হোসেন গাংনী পৌর এলাকার ভিটাপাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে। আশিকুর রহমার আশিক গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের তারেক হোসেনের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, লিখনের বাবা কয়েক বছর যাবত অসুস্থ। বাবা রবিউল চিকিৎসা নিয়ে তার মাকে সাথে করে ঢাকা থেকে বৃস্পতিবার মধ্যেরাতে বাড়ি পৌঁছান।

বাড়ি পৌঁছানোর পর নিজ ঘরের আড়ার সাথে ছেলে লিখনের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। পরে প্রতিবেশীরা এসে তার মরদেহ উদ্ধার করেন। লিখনের বাবা ও মা বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা থেকে যখন বাড়ি ফিরছিলেন।

তখন লিখন তার মায়ের সাথে মোবাইলফোনে কথাও বলেছিলেন। রাত তিনটার দিকে তার মা-বাবা বাড়ি ফিরে দেখে ঘরের আড়ার সাথে ছেলের মরদেহ ঝুলছে। প্রেম সংক্রান্ত কারণে লিখন অভিমানে আত্মহত্যা করেছে বলে স্থানীয়দের ধারনা।

অপরদিকে সাহারবাটি গ্রামের যুবক আশিকুর জুম্মার নামাজ আদায়ের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। এসময় তার মায়ের সাথে অভিমান করে নামাজ আদায় করতে না গিয়ে নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ওড়না পেচিয়ে আত্নহত্যা করে।

অনেক সময় তার খোঁজ না পেয়ে আশিকের মা ঘরে প্রবেশ করে ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চিৎকার দিলে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

আত্নহত্যার ঘটনায় নিহত দুই যুবকের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের মাতম। গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান,বিষয়টি নিয়ে তদন্তের পর প্রকৃত কারন কারণ বলা সম্ভব হবে।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ডিস লাইন মিস্ত্রীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আলেক হোসেন (৪২) নামের এক ডিস লাইন মিস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার জুগিন্দা গ্রাামে এ ঘটনা ঘটে। আলেক হোসেন পিরোজপুর ইউনিয়নের হোসেনাবাদ কলনি গ্রামের ভোলা শেখের ছেলে।

ঘটনা সুত্রে জানা গেছে, আলেক জুগিন্দা গ্রামের বালিপাড়াতে ডিস লাইনে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝুলতে থাকে।

স্থানীয়রা তাকে নামিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গায় সেচ্ছাসেবকলীগের আনন্দ মিছিল

পদ্মা সেতু ও মেট্টোরেল দৃশ্যমান হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে স্বাধীনতা স্তম্ভ মোড় থেকে আনন্দ মিছিল শুরু হয়ে চার তলার মোড় ঘুড়ে এরশাদ মঞ্চে শেষ হয়।

আনন্দ মিছিল শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ম আহব্বায়ক তরিকুল ইসলাম টুকুলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সেচ্ছাসেবকলীগের আহব্বায়ক সাবেক কাউন্সিলর শরিফুল ইসলাম রিফাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুগ্ম আহব্বায়ক

তারিকুল ইসলাম জুয়েল, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আহসানুল হক ট্যাক্টর, হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আশরাফুল হক ।

যুগ্ম আহব্বায়ক নাজমুল হোসাইনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা এনামুল, রাজু, লিটন আলী, রাসেল, আব্দুল লতিফ, আসাদুল, রহিদুল, মিলন, নজরুল ইসলাম তহিদ, রকি, রমিও, সাফায়েত আলী, জসিম উদ্দিন, শিমুল, হারুন অর রশিদ, সুমন, মাসুদ, উৎপল, ইমরান, রনি, রানা, ছাত্রলীগ নেতা সাগর, জজ, শাওন, শিহাব, সাইফুল, মামুন, ডাবলু, প্রমুখ।